প্রথম আলো

তারিখ ... 10 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

আমতলীতে পিএসসি পরীক্ষার গোপন কোড ফাঁস

নতুন ফলাফলে ৮৭৫টি জিপিএ-৫ কমেছে

আমতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি ●

বরগুনার আমতলী উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিএসসি) পরীক্ষার স্থগিত ফলাফল গত বুধবার সন্ধ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে মাত্র ৩১৫ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। এর আগে গত ৩০ ডিসেম্বর প্রকাশিত ফলাফলে এক হাজার ১৯০ জন পরীক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছিল।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (সম্প্রতি চাকরি ছেড়ে কর বিভাগে যোগ দিয়েছেন) জেসমিন আক্তার ও আমতলী বন্দর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জিল্লুর রহমানের বিরুদ্ধে কয়েক বছর ধরে পিএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্রের গোপন কোড নম্বর ফাঁস করার অভিযোগ উঠছিল। কারসাজির ফলে আমতলী বন্দর মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অস্বাভাবিকভাবে জিপিএ-৫ পেয়ে সরকারি বৃত্তি পাচ্ছিল। এতে উপজেলার অন্যান্য বিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছিল।

এ নিয়ে *প্রথম আলোতে* একাধিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। গত ডিসেম্বর মাসেও পিএসসি পরীক্ষার খাতার উত্তরপত্রের গোপন কোড নম্বর ফাঁস হয়। এ ঘটনায় জেলা শিক্ষা বিভাগ প্রথমে আমতলী বন্দর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পিএসসি পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র এবং পরে পুরো উপজেলার পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র জব্দ করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বরিশালের উপপরিচালকের দপ্তরে পুনর্মূল্যায়নের জন্য পাঠায়। উত্তরপত্রে নম্বর কারচুপির বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কার্যালয় আমতলীর ফলাফল স্থগিত করে।

ওই আদেশ অমান্য করে ৩০ ডিসেম্বর উপজেলা শিক্ষা দপ্তর থেকে ভুয়া ফল প্রকাশ করা হয়। ওই ফলাফলে উপজেলার এক হাজার ১৯০ পরীক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছিল। এর মধ্যে আমতলী বন্দর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭০ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫২ জন জিপিএ-৫ পেয়েছিল। গত বুধবারের নতুন ফলাফলে ওই বিদ্যালয়ের মাত্র ২৭ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জিল্লুর রহমান বলেন, 'তার পরও আমার স্কুল সবচেয়ে বেশি জিপিএ-৫ পেয়েছে।'

আমতলী শহরের আঁচল ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের অধ্যক্ষ আবদুর রশিদ খান জানান, সামগ্রিকভাবে জিপিএ-৫-এর সংখ্যা কমলেও প্রকৃত মেধাবীদের মূল্যায়ন হয়েছে। পরীক্ষায় অসাধু উপায় অবলম্বনকারী শিক্ষক-কর্মকর্তাদের শাস্তি দাবি করেন তিনি।

আমতলী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার দায়িত্বরত সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সাগরিকা রাহা জানান, নতুন ফলাফলে জিপিএ-৫-এর সংখ্যা প্রায় এক চতুর্থাংশে নেমে আসায় উত্তরপত্রের কারচুপির বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে মহাপরিচালকের দপ্তর থেকে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।